দৈনিক ইত্তেফাক

5 MAY 2017

# জিপিএ-৫, পাসের হার দুটোই কমেছে

## এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশ

■ নিজামুল হক

**এবার গড় পাসের হার ৮০ দশমিক ৩৫ শতাংশ, গতবারের চেয়ে ৭.৯৪ ভাগ কমেছে, জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ লাখ ৪ হাজার ৭৬১ জন**

এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় গত বছরের তুলনায় এবার পাসের হারের সঙ্গে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যাও কমেছে। এবার এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় দশ বোর্ডে গড় পাসের হার ৮০ দশমিক ৩৫ শতাংশ। গত বছর গড় পাসের হার ছিল ৮৮ দশমিক ২৯ শতাংশ। এবার পাসের হার ৭ দশমিক ৯৪ শতাংশ কমেছে।

পাশাপাশি কমেছে জিপিএ-৫-এর সংখ্যাও। এবার মোট জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ লাখ ৪ হাজার ৭৬১ জন। গত বছর এ সংখ্যা ছিল এক লাখ ৯ হাজার ৭৬১ জন। এবার জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে ৫ হাজার। সঠিকভাবে খাতা মূল্যায়নের কারণেই দেশের সার্বিক পাসের হার ও জিপিএ-৫ এর সংখ্যা কমেছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

গতকাল বৃহস্পতিবার সারাদেশে একযোগে ফল প্রকাশিত হয়। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ দুপুরে সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে ২০১৭ সালের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করেন। এর আগে সকালে শিক্ষামন্ত্রী বোর্ড চেয়ারম্যানদের সঙ্গে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে ফলের সার-সংক্ষেপ তুলে দেন।

পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ১

| | ২০১৭ | ২০১৬ |
|---|---|---|
| বোর্ড | পাসের হার (%) | পাসের হার (%) |
| ঢাকা | ৮৬.৩৯ | ৮৮.৬৭ |
| রাজশাহী | ৯০.৭০ | ৯৫.৭০ |
| কুমিল্লা | ৫৯.০৩ | ৮৪.০০ |
| যশোর | ৮০.০৪ | ৯১.৮৫ |
| চট্টগ্রাম | ৮৩.৯৯ | ৯০.৪৪ |
| বরিশাল | ৭৭.২৪ | ৭৯.৪১ |
| সিলেট | ৮০.২৬ | ৮৪.৭৭ |
| দিনাজপুর | ৮৩.৯৮ | ৮৯.৫৯ |
| মাদ্রাসা বোর্ড | ৭৬.২০ | ৮৮.২২ |
| কারিগরি বোর্ড | ৭৮.৬৯ | ৮৩.১১ |
| মোট | ৮০.৩৫ | ৮৮.২৯ |

## জিপিএ-৫, পাসের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রতিবারের মতো এবারো শহরের স্কুলগুলোর ভালো ও ঈর্ষণীয় ফলাফল অব্যাহত রয়েছে। ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভালো ফল করা স্কুলগুলোতে বাঁধ ভাঙা উল্লাসে মেতে ওঠে শিক্ষার্থীরা। স্কুলে স্কুলে বাদ্য বাজিয়ে, হৈ-হুল্লোড় করে, হাতে হাত রেখে নেচে-গেয়ে আনন্দ ভাগাভাগি করে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকরা। সকাল থেকেই শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকরা কাঙ্ক্ষিত ফলের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অপেক্ষা করতে থাকেন। বেলা দুইটায় স্কুলের দেয়ালে দেয়ালে টাঙিয়ে দেওয়া হয় ফলাফল। এরপরই শিক্ষার্থীরা হুমড়ি খেয়ে-পরে ফল জানার জন্য। বেলা দুইটা থেকে ওয়েবসাইটে ফল প্রকাশ করা হয়। মোবাইল ফোনে এসএমএসের মাধ্যমেও পরীক্ষার ফল জানা গেছে।

১০টি শিক্ষাবোর্ডের অধীনে এবার ১৭ লাখ ৮১ হাজার ৯৬২ জন পরীক্ষার্থী এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয় ১৪ লাখ ৩১ হাজার ৭২২ জন। উত্তীর্ণদের মধ্যে ৭ লাখ ২৭ হাজার ৬৮৮ জন ছাত্র ও ৭ লাখ ৪ হাজার ৩৪ জন ছাত্রী।

এর মধ্যে দেশের ৮টি সাধারণ শিক্ষাবোর্ডে এসএসসিতে এবার ১৪ লাখ ২২ হাজার ৩৭৯ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়। এর মধ্যে পাস করে ১১ লাখ ৫৫ হাজার ৬৮ জন। পাসের হার ৮১ দশমিক ২১ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৯৭ হাজার ৯৬৪ জন।

মাদ্রাসা বোর্ডে ২ লাখ ৫৩ হাজার ৩৪৪ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। পাস করেছে এক লাখ ৯৩ হাজার ৫১ জন। পাসের হার ৭৬ দশমিক ২০ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছে ২ হাজার ৬১০ জন।

কারিগরি বোর্ডে এক লাখ ৬ হাজার ২৩৯ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। পাস করেছে ৮৩ হাজার ৬০৩ জন। পাসের হার ৭৮ দশমিক ৬৯ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪ হাজার ১৮৭ জন।

গত বছর এসএসসিতে ৯৬ হাজার ৭৬৯ জন, দাখিলে ৫ হাজার ৮৯৫ ও কারিগরিতে ৭ হাজার ৯৭ জন জিপিএ-৫ পেয়েছিল।

**পাসের হারে শীর্ষে রাজশাহী, সর্বনিম্ন কুমিল্লায়**

গত কয়েক বছরের মতো এবারও এসএসসিতে পাসের হারে শীর্ষে রয়েছে রাজশাহী বোর্ড। এ বোর্ডে পাসের হার ৯০ দশমিক ৭০ শতাংশ। জিপিএ-৫ প্রাপ্তিতে বরাবরের মতো শীর্ষে রয়েছে ঢাকা বোর্ড। এ বোর্ডে ৪৯ হাজার ৪৮১ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে।

**ঢাকা শিক্ষা বোর্ড :** এবার ঢাকা বোর্ডে পরীক্ষায় অংশ নেওয়া ৪ লাখ ৪৯ হাজার ৭২৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩ লাখ ৮৮ হাজার ৫৪০ জন উত্তীর্ণ হয়। এর মধ্যে ১ লাখ ৯২ হাজার ৮০০ জন ছাত্র এবং ১ লাখ ৯৫ হাজার ৭৪০ জন ছাত্রী। পাসের হার ৮৬ দশমিক ৩৯ শতাংশ।

**রাজশাহী বোর্ড :** এ বোর্ডে পরীক্ষার্থী ছিল ১ লাখ ৬৬ হাজার ৩৯৮ জন। উত্তীর্ণ হয় ১ লাখ ৫১ হাজার ৪০৬ জন। এর মধ্যে ৭৮ হাজার ৫৩ জন ছাত্র এবং ৭৩ হাজার ৩৫৩ জন ছাত্রী। পাসের হার ৯০ দশমিক ৭০ শতাংশ।

**কুমিল্লা বোর্ড :** কুমিল্লা বোর্ডে ১ লাখ ৮২ হাজার ৯৭৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে উত্তীর্ণ হয় ১ লাখ ৮ হাজার ১১ জন। এর মধ্যে ৪৯ হাজার ৪৫৬ জন ছাত্র এবং ৫৮ হাজার ৫৫৫ জন ছাত্রী। পাসের হার ৫৯ দশমিক ০৩ শতাংশ।

**যশোর বোর্ড :** যশোর বোর্ডে ১ লাখ ৫৩ হাজার ৬৭৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১ লাখ ২২ হাজার ৯৯৫ জন উত্তীর্ণ হয়। এর মধ্যে ৬০ হাজার ৯৭১ জন ছাত্র এবং ৬২ হাজার ২৪ জন ছাত্রী। পাসের হার ৮০ দশমিক ০৪ শতাংশ।

**চট্টগ্রাম বোর্ড :** এ বোর্ডে ১ লাখ ১৭ হাজার ৮৯৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৯৯ হাজার ২২ জন উত্তীর্ণ হয়। এর মধ্যে ৪৬ হাজার ৫৯৮ জন ছাত্র এবং ৫২ হাজার ৪২৪ জন ছাত্রী। পাসের হার ৮৩ দশমিক ৯৯ শতাংশ।

**বরিশাল বোর্ড :** এ বোর্ডে ৯৩ হাজার ৬৭৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৭২ হাজার ৩৫৮ জন উত্তীর্ণ হয়। এর মধ্যে ৩৫ হাজার ৩৯১ জন ছাত্র এবং ৩৬ হাজার ৯৬৭ জন ছাত্রী। পাসের হার ৭৭ দশমিক ২৪ শতাংশ।

**সিলেট বোর্ড :** এ বোর্ডে ৯৩ হাজার ৯১৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৭৫ হাজার ৩৭৪ জন উত্তীর্ণ হয়। এর মধ্যে ৩৩ হাজার ৬৫৫ জন ছাত্র এবং ৪১ হাজার ৭১৯ জন ছাত্রী। পাসের হার ৮০ দশমিক ২৬ শতাংশ।

**দিনাজপুর বোর্ড :** এ বোর্ডে ১ লাখ ৬৫ হাজার ৫৭২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১ লাখ ৩৭ হাজার ৩৬২ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। এর মধ্যে ৬৯ হাজার ৩৬৩ জন ছাত্র এবং ৬৭ হাজার ৯৯৯ জন ছাত্রী। পাসের হার ৮৩ দশমিক ৯৮ শতাংশ।

**মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড :** এবার মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পরীক্ষায় অংশ নেয় ২ লাখ ৫৩ হাজার ৩৪৪ জন পরীক্ষার্থী। উত্তীর্ণ হয় ১ লাখ ৯৩ হাজার ৫১ জন। এর মধ্যে ৯৯ হাজার ৮৮৮ জন ছাত্র এবং ৯৩ হাজার ১৬৩ জন ছাত্রী। পাসের হার ৭৬ দশমিক ২০ শতাংশ।

**কারিগরি শিক্ষা বোর্ড :** এ বছর কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় অংশ নেয় ১ লাখ ৬ হাজার ২৩৯ জন পরীক্ষার্থী। এর মধ্যে ৮৩ হাজার ৬০৩ জন উত্তীর্ণ হয়। এদের মধ্যে ৬১ হাজার ৫১৩ জন ছাত্র এবং ২২ হাজার ৯০ জন ছাত্রী। পাসের হার ৭৮ দশমিক ৬৯ শতাংশ।

**কয়েক বছরের পাসের চিত্র :** ২০০৯ সালে পাসের হার ছিল ৭০ দশমিক ৮৯ শতাংশ। পরের বছর তা বেড়ে হয় ৭৯ দশমিক ৯৮ শতাংশ। এরপর ২০১১ সালে ৮২ দশমিক ৩১ শতাংশ, ২০১২ সালে ৮৬ দশমিক ৩৭ শতাংশ এবং ২০১৩ সালে ৮৯ দশমিক ০৩ শতাংশ শিক্ষার্থী পাস করে। এছাড়া ২০১৪ সালে ৯১ দশমিক ৩৪ শতাংশ এবং ২০১৫ সালে ৮৭ দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ ছিল সার্বিক পাসের হার।